মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি প্রকল্প	সমাপ্ত প্রকল্প	প্রতিশুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন	সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি	মন্তব্য
		(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	
05	০২	<i>0</i> 9	08	૦૯	<i>০</i> ৬	<i>0</i> 9	0F
०ऽ।	৫১টি	বী৪৩	২৭টি	১৪টি	৭টি	৬টি	
			(ক্রমিক নং- ১ হতে ২৭)	(ক্রমিক নং-২৮ হতে ৪১)	(ক্রমিক নং- ৪২ হতে ৪৮)	(ক্রমিক নং- ৪৯ হতে ৫৪)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫১টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৫৪টি

এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ মে ২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের ক্রমিক নং ৫৫-৬৩ এ উল্লেখ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-০৫ শাখা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.mowr.gov.bd

তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং	-	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত	
			(কোটি টাকায়)		প্রস্তাব	
\$	a a	৩	8	Œ	৬	٩
21	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	09/08/2005				বাস্তবায়ন অগ্রণতি ১০০% বন্যা প্রতিরোধকল্লে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি "নদী সংরক্ষণ উনয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক ব্লক প্রকল্পর আওতায় ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্পটি জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
۷۱	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ০৩ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড়েজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
91	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	90/04/2059				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% "তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পর্যন্ত) প্রকল্প" এর আওতায় ২ কিঃমিঃ ৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া "তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ" প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, ৯ কিঃমিঃ ২৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।
81	''জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাজান হতে রক্ষা করা'' (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% উল্লেখ্য যে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলা শহরকে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ (বাঁধের দৈর্ঘ্য) সহ ৫ কিঃমিঃ ৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/ফুইচ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০১৭				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% "যমুনা নদীর ভাজান হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে রক্ষাকল্পে ৪৮৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।
¢۱	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	৩০/০৬/২০১২				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
۵	\(\zeta\)	9	8	¢	৬	9
	(সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/২০১০)					নিরসনের জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব খাত হতে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১৩ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসণের জন্য ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কার্যক্রম ২০১৫ সালের মধ্যে ঢাকা ওয়াসা-র নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়।
		90/0৬/২০২০	৫৫৮.০০ কোটি			বান্তবায়ন অগ্রগতি ০.৫১% আর্থিক অগ্রগতি ২৫৯৫.৪৯ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ১৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে ২১/০১/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিএনডি প্রকল্প হস্তান্তরের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়ত্ব নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়েও কোনরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় গত ২২/০২/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩য় দফায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাবে ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি উনয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে আলোকে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে Drainage improvement of Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) শীর্ষক প্রকল্পের ৫৫৮ কোটি টাকার ডিপিপি গত ০৯/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে বাপাউবা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে Delegated Method এ কান্ধ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা সারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের কান্ধ চলমান আছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।
ঙা	সন্দীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঞ্চো যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	90/04/2059				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছাসে ভেক্ষো যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাক্ষা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রান্টি বোর্ড কর্তৃক ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প প্রস্তাব ২২/০১/২০১৩ তারিখে পাওয়া যায়। উক্ত কাজের অগ্রগতি ৮৫%। তবে ২১/০৫/২০১৬ তারিখে ঘুর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বাস্তবায়িত কাজের প্রায় ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
		७०/०৬/২०১৯				বাস্তব অগ্রগতি-০.০০% আর্থিক অগ্রগতি-০.০০ টাকা বরাদ্দ-৩০০.০০ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ে "চট্টগ্রাম জেলায় সন্দীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঞ্চান প্রবণ এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজ" শীর্ষক প্রকল্পের ১৯৭.৮৬ কোটি টাকার ডিপিপি গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৩/০১/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বর্তমানে মোবিলাইজেশন চলমান।
91	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাজান হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়ন রক্ষার্থে ১ কিঃমিঃ ২৬৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। কাজটি সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করতে আরোও ৪ কিঃমিঃ ৭৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্যায় হতে জানা গেছে। যার জন্য অতিরিক্ত ৭১ কোটি ২৪ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা দ্বারা ৫৮০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং	नामात्र व सम्भवा त वा उद्या अस्तर सा	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত	110 11311 914 110 11431 040
-11			(কোটি টাকায়)	((,	প্রস্তাব	
٥	ş	9	8	¢	৬	٩
		90/04/2025				বাস্তব অগ্রণন্ডি-০.০০% আর্থিক অগ্রণন্ডি-০.০০ টাকা বরাদ্দ-৫০০.০০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট কাজ সীমান্ত নদী প্রকল্পের Joint River Commission তালিকার ক্রমিক নং- ৪২/২০১৫-১৬, ৪৩/২০১৫-১৬, ৬৬/২০১৫-১৬, ১৫/২০১৬-১৭ এবং ৩১/২০১৬-১৭ ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লেখিত ডিপিপি'র আওতায় প্রতিশ্রুতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। গত ০৭/১২/২০১৫ তারিখে সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৩৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনগঠন করা হয় যার মোট ব্যয় ৫১২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক জনুমোদিত হয়েছে। ২২/১১/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
₽١	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আক্মিক বন্যা ও ভাজান হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% "তিন্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিন্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প? এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া "তিন্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিন্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বান্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)" এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
ঌ।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড়েজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	90/06/2022				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ- বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
201	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড়েজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/২০১১)	90/04/20\$8				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ডেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদী ডেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘে রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং কাজও সম্পন্ন করা হয় যার ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ডেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্প প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।
221	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১২/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাজীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' প্রকল্লের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্লের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
251	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				বাস্তবায়ন অর্থগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঞ্জীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
		-	(কোটি টাকায়)	4	প্রস্তাব	
3	¥	<u> </u>	8	¢	৬	প Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
						উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ জুন/২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।
501	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত বর্ণিত কাজের জন্য ''খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প:' শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
						বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১,৮০% আর্থিক অগ্রগতি ১৫৪৭০.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৭০০০ লক্ষ টাকা আলোচ্য কাজটি টেকসই করার লক্ষ্যে বর্ণিত বিলসমূহের জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যে "খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শিরোনামে ২৮১৯০.১৬ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি গত ২৯/১০/২০১৩ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১৩ইং হতে জুন/২০১৮ইং। প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিঃমিঃ ১৫০ মিটার চিত্রা নদী পুনঃখনন, ৭৮০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ২টি খাল পুনঃখনন, ১টি ডেনেজ স্কুইস মেরামত এবং মসুনদিয়া ও কোদলা বিলে টিআরএম অপারেশনের জন্য পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আঠারবাকী নদী পুনঃখনন, স্কুইস নির্মাণ, নিষ্কাশন, খাল পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত ভিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
\$81	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/২০১১)	७०/०৬/২०১২				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ''চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ'' প্রকল্পটি প্রাঞ্চলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ সম্পন্ন করা হয়।
501	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ- প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/২০১০)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ'' প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বংসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
১৬।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঞ্চানরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেপিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা	, , ,				বাস্তবায়ন অগ্রণতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ''চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং		সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	
\$	×	9	8	¢	৬	٩
	কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)					নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
১৭1	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৪/২০১২				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
১ ৮।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসজো। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাজ্ঞীনভাবে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্কূইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
291	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	@0/0 <i>\</i> 6/2022				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্কুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
२०।	বরপুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাজানে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধপুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরপুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/২০১০)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাজ্ঞীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
\$21	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুনয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসপেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
३३।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	_				বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত হিসাবে ধার্য কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটির "গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমান কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং- ৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
41		*144441*1	(কোটি টাকায়)	(414 4164)	প্রস্তাব	
٥	\\	9	8	Ć	৬	٩
২৩।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫				জমি হকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য একটি কারিগরি টিম গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে সাইট পরিদর্শন করেন এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া ১২০০ হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুর-হোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১২০০ হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্রাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকৈ বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনায় অধিকতর সমীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা করতে হবে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হলে ইহা প্রকল্পের সুকল বহন করতে সমর্থ হবে না। বাস্তবায়ন অপ্রগতি - সমান্ত করে প্রক্রের নাম্বান্য করি প্রক্রের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্র্যান অনুযায়ী গত ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ-বছরে ৬টি প্যাকেজে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ২২টি খালের ৪১ কিঃমিঃ ৫০৩ মিটার দৈর্ঘ্যের ভার্যাদেশ প্রদান করা হয়। খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ত বাধার করণে ২১ কিঃমিঃ বরণে ১১ কিঃমিঃ ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের বাধালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫ কিঃমিঃ প্রক্র বারা। বিক্রান্য করাল বাহা। বিক্রান্য বারার বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫ কিঃমিঃ
\$8 1	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পযর্ন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে শ্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬				৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদন্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট ৪ কিঃমিঃ ৬০০ মিটার এর স্থলে বাস্তবে ৪টি খালে ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের অনেকংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাছে। উক্ত ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২৫।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঞ্চান প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পযর্ত্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পযর্ত্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭.৫৮৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং		সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত	
			(কোটি টাকায়)		প্রস্তাব	
۵	ż.	9	8	Ĉ	৬	٩
২৬।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর	৩০/০৬/২০১৭				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%
	সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন					মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪
	শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে					হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" প্রকল্পের আওতায় ২৯.০০ কিঃমিঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮
	ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার					ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর
	মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ					দাখিল করা হয়েছে।
	59/08/২055)					
	5 4 5/ X 55/					
২৭।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার	৩০/০৬/২০১৭				বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%
,	শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা					কাজ সম্পন্ন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।
	পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য					
	নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে					
	কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন;					
	তারিখঃ ২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০)					

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের জন্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
		সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	(যদি থাকে)	প্রদত্ত প্রস্তাব	
			(কোটি টাকায়)			
٥	a	6	8	Ć	৬	٩
২৮।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি	৩০/০৬/২০১৮				বর্ণিত প্রতিশ্রুতির আওতায় "পদ্মা নদীর ভাজান হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা
	ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাজানরোধকল্পে নদী শাসন					রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
	এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ					প্রকল্পটি চলতি অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৮.১৭% (সংশোধিত
	সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড়েজিং করা					ডিপিপির বাস্তব কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তির কারণে)
	এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।					আর্থিক অগ্রগতি ২৩৮৪২.১০ লক্ষ টাকা, বরান্দ ৩১৫০ লক্ষ টাকা
	(চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ					জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিংসহ
	20/08/2055)					রাবার ড্যাম নির্মাণের উপর কারিগরি রিপোর্ট চুড়ান্ত করা হয়েছে।
	40/00/4000)					বিভিন্ন পর্যায়ে ডিপিপি যাচাই-বাছাই গত ১৬/০১/২০১৮ তারিখে ডিপিপি একনেক
						এ অনুমোদন লাভ করে।
						বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ০.০০%, আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ০.০০ লক্ষ টাকা
২৯।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড়েজিং	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত	প্রকল্প বাস্তবায়নে	আর্থিক বরাদ্দ	"বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ১১২৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত
	করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ	(সংশোধিত	\$5.5\$6.6\$	বরাদ্দ অপ্রতুল	বৃদ্ধি প্রয়োজন	ডিপিপি গত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
	২০/০৩/২০১১)	অনুমোদিত)				বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ২৬.৬৬%, আর্থিক অগ্রগতি ২৯৮৬৮.৬৯ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ
						৬০০০ লক্ষ টাকা
७०।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত	প্রকল্প বাস্তবায়নে	আর্থিক বরাদ্দ	 কংস নদীটি গাংলাজোর হতে মোহনগঞ্জ হয়ে নেএকোণা জেলা সদর পর্যন্ত ভিন্ন নদী। যা
	টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে		908.09	বরাদ্দ অপ্রতুল	বৃদ্ধি প্রয়োজন	BIWTA কর্তৃক বর্তমানে ড়েজিং করা হচ্ছে। "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও
	গাগলাজুরী প্যন্ত কংস নদী খনন।				`	নিষ্কাশন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলায় রক্তি নদী ৬.০০০ কিমি,

সময়কলৈ সুৰু পাত্ৰান্তৰ (বেনিট চালায়) ত হ (স্নোমণজের তাহিবপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; ভারিবণ্ড জনসভায়; ভারিবণ্ড ১০০০ কিন্তু নুল্লান না ৬১২৫ কিনি, লগেলে নদী ১৬,০০০ কিনি, পুলাহন সুন্তু প্রত্তিক কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিনি কিন্তু কি	ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের জন্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
ত ৪ ৫ ৬ শক্ষণা নী ৬.১২৫ কিমি আগার বেলাই নবী ১৯,০০০ কিমি, বুলাক সূত্র তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০ তারিখে বারিখের বারখের বারিখের বারিখের বারখের বারখের বারখের বারখের বারখের বারখের বার				সবুজ পাতাভুক্ত			
(সুনামগল্লের আহিমপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; ভারিবং ১০/১১/২০১০) ত১। আদুলাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-শৌলাই হয়ে ৩০/০৬/২০১৯ ত্রামানপুর পর্যত্ত নদী খনন। (সুনামগল্প জেলা সক্তরকালে; তারিবং ১০/১১/২০১০) ত২। আদুলাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরুমা নদী কনন। (সুনামগল্প জেলা সক্তরকালে; তারিবং ১০/১১/২০১০) ত২। আদুলাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরুমা নদী কনন। (সুনামগল্প জেলা সক্তরকালে; তারিবং ১০/১১/২০১০) তহা আদুলাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরুমা নদী কনন। ত০/০৬/২০১৯ তত্তা কালনী ও বুলিয়ারা নদীতে কাাপিটাল গ্রেকিং। (সুনামগল্প জেলা সক্তরকালে; তারিবং ১০/১১/২০১০) তত্তা কালনী ও বুলিয়ারা নদীতে কাাপিটাল গ্রেকিং। (সুনামগল্প জলা সক্তরকালে; তারিবং ১০/১১/২০১০) তহা কালনী ও বুলিয়ারা নদীতে কাাপিটাল গ্রেকিং। (সুনামগল্প অনুষ্ঠিত এক কালনাভার; তারিবং ১০/১১/২০১০) তহা কালনী ও বুলিয়ারা নদীতে কাাপিটাল গ্রেকিং। (সুনামগল্পর অনুষ্ঠিত এক জনসভার; তারিবং ১০/১১/২০১০) তহা কালনী ও বুলিয়ারা নদীতে কাাপিটাল গ্রেকিং। (সুনামগল্লের অনুষ্ঠিত এক জনসভার; তারিবং ১০/১১/২০১০) তহা কালনী ও বুলিয়ারা নদীতে কাাপিটাল গ্রেকিং। (সুনামগল্লের কালনাভার) তারিবং ১০/১১/২০১০ তরাবিক ব্যামান কালনাভার বিশ্বার নদি কালনাভার বিশ্বার কালনাভার বিশ্বার নদি কালনাভার বিশ্বার কালনাভার বিশ্বার নদি কালনাভার বিশ্বার নদি কালনাভার ভারিবিক আমুলিটি ১২.১১৫ কিমি মন্ত্রকা বিশ্বার নদি কালনাভার ভারিবিক আমুলিটি ১২.১১৫ কিমি মন্তরকা কর্তর অনুযোগিক হয়েছে। বাজকবাড়িয়া জেলার অনুস্টিত এক জনসভার; তারিবং ১৯/১১/১০১০) তরাবার ক্রেম্বার ক্রেম্বার ক্রেম্বার কর্তরকা বিশ্বার নদি করিবার কর্তনালিক হয়েছে। বাজকবাড়িয়া জেলার অনুস্টিত এক জনসভার; তারিবং ১৯/১১০০ কর্তরকা নালনাভার বিশ্বার করিবার করে ক্রেম্বার করিবার করে করের করিবিক বালনাভার ভারকবার করের করিবিক বালকাভার বালকবাড়িয়া জেলার করিবিক বালকে করিবিক বালকের করের করিবিক বালকবার করিবিক বালকের করের করিবিক বালকের করের করিবিক বালকের করের করিবিক বালকের করের বালকবার করিবিক বালকের করের করিবিক বালকের করের করিবিক বালকের করের করিবিক বালকবার করের করিবিক বালকবার করের করিবিক বালকবার করের করিবিক বালকবার করের করের করের করের করের করের করে				(কোটি টাকায়)			
তান নাম বিষয় ১০/১১/২০১০) তান বাদুকাটা নদী হয়ে রজি নদী-বোলাই হয়ে ৩০/০৬/২০১৯ এজিপ্তুক্ত প্রকল্প বাজনাগ্রক করেন বিষয়েল করিছে করেন করিছে করেনে করিছে করেন করিছে করেনে করিছে করিছে করেনে ক	১	ž	9	8	Œ	৬	٩
তহা যাদুকটি নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে ৩০/০৬/২০১৯ ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়ন ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়নে ত্রক্তর বাহুবায়ন ত্রক্তর বাহুবা							৪০.০০০ কিমি, নলজোড় নদী ১০.০০ কিমি এবং চামতি নদী ২০.০০০ কিমি মোট
তহা যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে ৩০/০৬/২০১৯ স্বিল্যান্ত্ৰ প্ৰকল্প কৰ্মক নদী-বৌলাই হয়ে ৩০/০৬/২০১৯ স্বিল্যান্ত্ৰ প্ৰকল্প কৰ্মক নদী বনা (সুনামপঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরাম নদী কনা। (সুনামপঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরাম নদী কনা। (সুনামপঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরাম নদী কনা। (সুনামপঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) বালানী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ক্রেজিং। (সুনামপঞ্জের তাহিরপুরে অনুক্তি জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) বালানী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ক্রেজিং। (সুনামপঞ্জের তাহিরপুরে অনুক্তি জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) বালানী তিয়া কেলার তিহাস নদী সুনামননার বালানীর প্রতিপ্রত্ত ক্রমনার							৮.০০ কিমি মোট ১৮.০০ কিমি নদী ড়েজিং কাজ অৰ্গুভুক্ত আছে।
সুলেমানপুর পর্যন্ত মাধ্য নদী। (মুনামণঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিষঃ ১০/১১/২০১০) আমুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমনা নদী খনন। (মুনামণঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিষঃ ১০/১১/২০১০) আমুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমনা নদী খনন। (মুনামণঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিষঃ ১০/১১/২০১০) আমুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমনা নদী খনন। (মুনামণঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিষঃ ১০/১১/২০১০) অভিপিতৃক্ত ব্যক্ত রাম্ব প্রপ্রক্ত ১০/১১/২০১০) তা কালনী ও কুনিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ক্রেন্ডিং। (মুনামণঞ্জর তাহিরপুরে অনুক্তিক কর্মান্ত নাম আর্থি (মুনামণঞ্জর তাহিরপুরে অনুক্তিক কর্মান্ত নাম আর্থি (মুনামণঞ্জর তাহিরপুরে অনুক্তিক কর্মান্ত নাম আর্থি (মুনামণ্যন্তর ব্যক্তির মুন্তর কর্মান্ত নাম আর্থি তারিষঃ ১০/১১/২০১০) তারিষঃ ১০/১১/২০১০ তারিষঃ ১০/১১/২০১০ আর্থিক প্রমুপ্তি ১৯.৪১,০০ কক্ষ টাকা, ররাম প্রতে ক্রেন্ডিন নদী আবার নাম নাম বার্বিক ক্রেন্তর নাম নাম নাম বার্বিক বিল্লাল (মুনামণ্যন্তর আর্থিক স্বাপ্তি ১৯.৪১,৬০ আর্থিক প্রমুপতি ১৯.৪১,৬ আর্থিক প্রমুপতি ১৯.৪১,৬০ আর্থিক প্রমুপতি ১৯.৪১,০০ কক্ষ টাকা, ররাম প্রতে ক্রান্তর নদী আবার নাম বার্বিক বিল্লাল বার্বিক বাল ক্রান্তর ক্রান্তর নাম বার্বিক বিল্লাল বার্বিক বিল							***************************************
প্রনামগঞ্জ জেলা সভরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তহা ব্যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খননা ০০/০৬/২০১৯ এতিপিভুক্ত বর্ষাদ্ধ অপ্রকুল বর্ষাদ্ধ অপ্রক্ত তহা ব্যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খননা ০০/০৬/২০১৯ এতিপিভুক্ত বর্ষাদ্ধ অপ্রকুল বর্ধাদিত ১২,১১০ তহা কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল প্রেজিং। ব্যাদ্ধান্ধ বর্ষাদ্ধ অপ্রকুল বর্ষাদ্ধি বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ অপ্রকুল বর্ষাদ্ধি ১২,১১১ আর্থিক অর্থাপিত ১২,১১০,০০ কল চাকা, বরাদ্ধ ৭৫০০ কল চাকা বর্ষাদ্ধ বিশ্বাদ্ধ বর্ষাদ্ধ অপ্রকুল তব্যাদ্ধি ১২,১১১ আরিক্ত বর্ষাদ্ধের অনুকুল কর্মাদ্ধের অনুকুল ভব্যাদিত ১২,১১০ আরিক্ত বর্ষাদ্ধের অনুক্তি আর্মান অর্থাপিত ১৯,০০ কল চাকা বর্ষাদ্ধ বিশ্বাদ্ধি বর্ষাদ্ধি বিশ্বাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধর বিশ্বাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ধান বর্ষাদ্ধ বর্ধা বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ষাদ্ধ বর্ধা ব	७১।	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত	প্রকল্প বাস্তবায়নে	আর্থিক বরাদ্দ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে যাদুকাটা নদীর আনোয়ারপুর হতে সুলেমানপুর
তিহা তিহ তিহ		সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।		908.09	বরাদ্দ অপ্রতুল	বৃদ্ধি প্রয়োজন	হয়ে লালপুর পর্যন্ত অংশটি ''আপার বৌলাই নদী'' হিসেবে খননের জন্য "হাওর
ত্ব। আদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) আদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) আজিক্তি প্রস্তুল ব্রুল্প বরাদ অপ্রতুল ১০/১১/২০১০) আজিক্তি বরাদ অপ্রতুল বরাদ অপ্রত্ন অনুক্তি কামান বাহে ভ্রেছে। ব্রুল্প বরাদ ব্রুল্প বর্মান অপ্রত্ন অনুক্তি জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) আজিক্ত ব্রুল্প বিজ্ঞান করা কর্মান করা বরাদ্ধ বরাদ বর্মান করা বরাদ্ধ বরাদ বর্মান করা বর্মান অপ্রত্ন বর্মান করা বর্মান অপ্রত্ন বর্মান করা বর্মান করে বর		(সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ					এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের
তহা যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭ বরাদ অপ্রকুল বর্গন বরাদ অপ্রকুল বর্গন বরাদ অপ্রকুল বর্গন বরাদ বরাদ বরাদ বরাদ বরাদ বরাদ বরাদ বরাদ		১০/১১/২০১০)					নিমিত্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনটি ড়েজারের মাধ্যমে কাজ চলমান রয়েছে।
তথা বাদ্দুপাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। ত০/০৬/২০১৯ এডিপিভুক্ত প্রকল্প বাজবায়নে ব্যাদ্ধ অপ্রভুল ব্যাদ্ধ অপ্রভুল ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ অপ্রভুল ব্যাদ্ধ ব্							
(সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) বরাদ্দ অপ্রতুল ব্রাদ্দ অপ্রতুল ব্রাদ্দ অপ্রতুল ১০/১১/২০১০) বালানী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ছেজিং। প্রান্ধ বিজ্ঞান বি							
১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০) ১৬/১১/২০১০ ১৬/১১/২০১০ ১৬/১১/২০১০ ১৬/১১/২০১০ ১৬/১১/২০১০ ১৬/১১/২০১০ ১৯/১১/২০১৪ ১৯/১৪/১৪ ১৯/১৪/১৪/১৪ ১৯/১৪/১৪/৪	७२।	I 3.	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও
পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার পরিদপ্তরের মাধ্যমে চলমান আছে। ৬.১২৫ কিমি য নদীর ড্রেজিং কাজের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অপ্রগতি ১৯.৪১% আর্থিক অপ্রগতি ১৯.৪১% আর্থিক অপ্রগতি ১৯.৪১৯০০ লক টাকা, বরাদ্ধ ৭৫০০ লক টাকা সাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিপুতি অনুযায়ী গৃহীত ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবহ (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) ব্যাহ্মন আর্থান্তি ১৯.৪১৯০০ লক টাকা বরাদ্ধ ৫০০০ লক টাকা ত৪। ব্যাহ্মনান্তির জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা ব০/০৬/২০২০ বিজ্বলান্তির জেলার অর্থান্তি ১৯.৪১৯০০ লক টাকা তর্বান্ধন অর্থান্তি ১৯.৪১৯০০ লক টাকা বরাদ্ধ ৫০০০ লক টাকা তর্বান্ধন বাড়িয়া জেলার অর্থান্ত ১৯৯১০০ লক টাকা বরাদ্ধ ৫০০০ লক টাকা তর্বান্ধন বাড়িয়া জেলার অর্থান্ত ১৯৯১০০ লক টাকা বরাদ্ধ ৫০০০ লক টাকা তর্বান্ধন বাড়িয়া জেলার অর্থান্ত ১৯৪৯০০০ লক টাকা তর্বান্ধন বাড়িয়া জেলার অর্থান্ত ১৯৯০০ লক টাকা তর্বান্ধন বাড়িয়া জেলার অর্থান্ত ১৯৯০০ লক টাকা তর্বান্ধন বাড়ান্ধন বিলান ক্রিমন বিলান বিলান আডুয়াভিহি, কেন্দুয়া, নানিয়া বিলের কৃষি জমি চাব্য উপযোগি করার কর্মসূচী প্রকল্প বাড্বায়িত হবে ইনশাল্লাহ। জ্যান্তিয় সংস্প নির্বাচন ২০০৮ এর নির্বাচনী		(সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ		908.09	বরাদ্দ অপ্রতুল	বৃদ্ধি প্রয়োজন	
নদীর দ্রেজিং কাজের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বান্তবায়ন অপ্রপতি ২৯,৪১% আর্থিক অপ্রপতি ২৯,৪১% আর্থিক অপ্রপতি ১৭২৬৯.০০ লক টাকা, বরাদ্ধ ৭৫০০ লক টাকা কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল দ্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়: তারিখঃ ১০/১১/২০১০) ত৪। ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (রাক্ষণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (রাক্ষণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (রাক্ষণবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়: তারিখঃ ১১/৫/২০১০) ত৪। বাংলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়: তারিখঃ ১১/৫/২০১০) তব। বাংলারহাট জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়: তারিখঃ ১১/৫/২০১০) তব। বাংলারহাট জেলাখন কোদালিয়া আছুয়াডিই, কেন্দুয়া, নানিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প ব্রামিতে ব্রাক্ষাবিয়ে বে ইনশালাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী)		50/55/2050)					
তা কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ডেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) আজিল অপ্রগতি ২৯,৪১% আর্থিক প্রপ্রপতি অনুযায়ী গৃহীত ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবং শীর্ষক প্রকল্পের হয় সংশোধিত ডিপিপি গত ৩০/০৫/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন অপ্রগতি ১৯৯৯,০০% আর্থিক অপ্রগতি ১৯৯৯,০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৫০০০ লক্ষ টাকা (রান্ধণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (রান্ধণবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) আওতায় তিতাস নদী ডেজিং কাজ বাস্তবায়নের ৪টি প্যাক্তেরে দরপত্র চি পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নোবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "ভকইয়ার্ড এক ইঞ্জি ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন অপ্রগতি ১০% আর্থিক অপ্রগতি ১০% আর্থিক অপ্রগতি ১০% আর্থিক প্রপ্রপতি ৯৭৯,৩৪ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩০০০ লক্ষ টাকা করার কর্যসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী							
তও। কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ডেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) ত৪। বান্ধণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) ত৪। বান্ধণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) ত৫। বান্ধেরহাট জেলার মান্ধায়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বান্ধবায়িত হবে ইনশালাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী)							নদীর ড়েজিং কাজের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
ত। কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ডেজিং।							বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৯.৪১%
প্রেনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০) ত বাজ্ববায় ১০/১১/২০১০) ত বাজ্ববায় জলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত ওর্মেন গ্রেক্ষণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত ওর্মেন গ্রেক্ষণবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) ত বাজ্ববায় জলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) ত বাজেরহাট জেলায়ীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ত০/০৬/২০২০ বাজ্ববায়ন অপ্রগতি ১০৪৯ আওতায় তিতাস নদী ডেজিং কাজ বাস্তবায়নের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র ডি পদ্ধতিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জির্তি ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকুলে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বাজ্ববায়ন অপ্রগতি ১০৪ আর্থিক অপ্রগতি ১০৪০ আর্থিক অনুর্থিক আর্থিক আর্							
তারিখঃ ১০/১১/২০১০) তারিখঃ ১০/১১/২০১০) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বান্তবায়ন অগ্রগতি ৩৪,০০% আর্থিক অগ্রগতি ৩৪,০০ জন্ম টাকা বরাদ্দ ৫০০০ লক্ষ টাকা তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০ বাংলারহাট জেলায়ীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বান্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী	७७।		৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গৃহীত ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা''
তার বাজনবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত (রান্ধণবাড়িয়া জেলার জ্বান্ধ বিলের করি প্রান্ধন করা ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত (রান্ধণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী				৬৩৩.৭২			শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ৩০/০৫/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন
তার বান্দণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত (রান্দণবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারখঃ ১২/৫/২০১০) তারখঃ ১২/৫/২০১০) তারখঃ ১২/৫/২০১০) বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ০০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত ২৮২.৮৩ বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ০০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত ২৮২.৮৩ বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ০০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত ২৮২.৮৩ করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। জেলাব্য সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী		তারিখঃ ১০/১১/২০১০)					, 0
তার বান্ধণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (তা০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত ১৫৫.৮৮ বাদ্দেশ নৌবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন শীর্ষক হ বান্ধনবাড়িয়া জেলার অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী							
(ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; ১৫৫.৮৮ তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারিখঃ ১২/৫/২০১০) তারেখঃ ১২/৫/২০১০) তারেখা বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী							
তারিখঃ ১২/৫/২০১০) পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনি ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন অপ্রগতি ১০% আর্থিক অপ্রগতি ৯৭৯.৩৪ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩০০০ লক্ষ টাকা তেওঁ। বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী	৩৪।		৩০/০৬/২০২০	•			
ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রপতি ১০% আর্থিক অগ্রপতি ৯৭৯.৩৪ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩০০০ লক্ষ টাকা তথে। বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী		_ ·		১৫৫.৮৮			
তথে। বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী		তারিখঃ ১২/৫/২০১০)					
তথে। বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী							
তথে। বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, ৩০/০৬/২০২০ এডিপিভুক্ত কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী							
কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী				·ec-			
করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। জোতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী কর্মপুক্রিয়াধীন।	৩৫।			•			"বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনবাসন" প্রকল্পটি ০৫/০১/২০১৭ তারিখে
(জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।				২৮২.৮৩			~
							~
জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ							
মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮. ০২. আর্থিক অগ্রগতি ১৪৭.৮৭ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৬০০০ লক্ষ টাকা							
০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০							असम्भ अवसाव २०८७. हम सम्म सम्मा, भन्नाम ७००० सम्म सम्मा

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের জন্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
dia t it	नाननात्र चुनानन्धाः त चा ठ्यू ठनातन् ।ना	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	(যদি থাকে)	প্রদত্ত প্রস্তাব	4104144 SQ-110 1444 CA)
٥	\\	9	8	¢	৬	٩
	মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।					
৩৬।	ভৈরব নদী পুনঃখনন	৩০/০৬/২০২১	এডিপিভুক্ত নয়			২৭২.৮১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প গত ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত
	(যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের		৩০৬.৮৭			একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। চলতি মাসে সকল কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হবে।
	সদয় প্রতিশ্রুতি দেন;		(অনুমোদনের			চলতি শুষ্ক মৌসুমে কাজ শুরু হবে।
	তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)		তারিখঃ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১.৫১%
			১৬/০৮/২০১৬)			অার্থিক অগ্রগতি ৫০.৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৪৫০০ লক্ষ টাকা
৩৭।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড়েজিং	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভূক্ত নয়			২০৩.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প গত ২২/১১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক
	করা।	, ,,,,	২০৩.৯৩ কোটি টাকা			অনুমোদিত হয়। ডিপিপিএম পদ্ধতিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ কর্তৃক
	(কক্সবাজার জেলায় সফরকালে;		(অনুমোদন ২২-১১-২০১৬)			वास्त्रवाशिव रहा
	তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)		QQ-55-Q056)			বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪.০৪%
						আর্থিক অগ্রগতি ৪.২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৫৫৯০.০০ লক্ষ টাকা
৩৮।	। ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট	৩০/০৬/২০১৯	সবুজ পাতাভুক্ত			২৮০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙানরোধ প্রকল্প
961	এবং রামনেওয়াজ লঞ্চ্ছাট এলাকায় নদী	90/09/2039	স্বুজ গাভাভুক্ত ক্রমিক ১৬৫			গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	ভাঞ্চানরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং		व्यामक ५७७			বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১১,১০%
	এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা					আর্থিক অগ্রগতি ২০১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৮০০০ লক্ষ টাকা
	কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)					SHOUTH SIGN TO COMPANY OF THE STATE OF THE S
৩৯।	''যমুনা নদীর ভাঙ্গান থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে		সবুজ পাতাভুক্ত			২০০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন
	তারাকান্দি হতে জোকেরচর প্যর্ত্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ		ক্রমিক ১৪৭			যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায়
	নির্মাণ করা''					তীর সংরক্ষণ" প্রকল্প গত ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
	(ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়;					২২/১১/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
	তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)					দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান।
						বাস্তব অগ্রগতি-০.০০%
801	যমুনা নদীর ভাজানরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী					ক্যাপিটাল পাইলট ড়েজিং প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ২২.০০ কিঃমিঃ ড়েজিং
	ড়েজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)।					সম্পন্ন করা হয়েছে।
	(বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার					যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঞ্চান হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গনকবরসহ
	মাঠে জনসভায়; তারিখঃ ১২/১১/২০১৫)					ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৩/০৮/২০১৭ তারিখে
						একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০.২২ কিঃমিঃ ড়েজিং এবং ৪.৮৫
						কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
						যমুনা নদীর ভাজান হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী
						ও শুভগাছা এলাকায় সংরক্ষণ প্রকল্পটি গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক
						অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় ৪৬৫৪৬.৪২ লক্ষ টাকা। যার আওতায় ২৫.০০
						কিঃমিঃ ড়েজিং কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত আছে।
						"বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর
						ডানতীর সংরক্ষণ কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর
						ভাঙ্গন রোধে ৫.৯০০ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।
851	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া					বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ০.০০% আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ টাকা বরান্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা
	নদী ড়েজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়;					নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাঁদপুর পওর সার্কেলের আওতাধীন ১৯০ কোটি ৭৭ লক্ষ্

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
		শ্বর্থাণ	(কোটি টাকায়)	(याय याद्य)	এশভ এভান	
۵	×	೨	8	¢	৬	٩
	তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)					টাকা প্রাঞ্চলিত ব্যয় সম্বলিত "মেঘনা নদীর ভাজান হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্পে মেঘনা নদীতে ৬১,২৫,০০০ ঘনমিটার ড়েজিং কাজের জন্য ৯৮ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • BIWTA কর্তৃক সারাদেশের নদ-নদীর খননের প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানে ডাকাতিয়া নদী খননের জন্য নির্ধারিত আছে। যার আলোকে BIWTA ডাকাতিয়া নদী খননে কাজ শুরু করেছে বিধায় বাপাউবো কর্তৃক ডাকাতিয়া নদী খননের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প**)

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন	সমাধানের জন্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	সমস্যা (যদি	প্রদত্ত প্রস্তাব	
	2		(কোটি টাকায়)	থাকে)		
۵	ą.	9	8	¢	৬	9
8\$1	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)					৭৮৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
801	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-				৩২.১৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
881	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরপুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-				"বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন" প্রকল্পের ৬৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
8@1	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)		সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪০			 "চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে ড়েজিং কম্পোনেন্ট অর্গুভুক্তসহ শিডিউল রেট হালনাগাদ করার নিমিত্তে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে ড়েজিং কার্যক্রম অর্গুভুক্ত করার লক্ষ্যে কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ড়েজিং কম্পোনেন্ট এর ডিজাইন সম্পন্ন করে কারিগরী কমিটি রিপোর্ট দাখিল করলে পুনগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন	সমাধানের জন্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	সমস্যা (যদি	প্রদত্ত প্রস্তাব	
, ,	<u> </u>		(কোটি টাকায়)	থাকে)		
٥	2	•	8	¢	৬	٩
8৬।	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড়েজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ৪৭নং ক্রমিকের নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে কুড়িগ্রামের ধরলা, তিন্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড়েজিংকরণ" শীর্ষক প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নের প্রয়োজন নেই।
891	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড়েজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭/০৯/২০১৬					 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্ত ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠি হয়। বাংলাদশে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও Power Construction Corporation China (Power China) সাথে Sustainable River Management বিষয়ে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী China প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ৩টি River System (Ganges-Padma System, Brahmaputra-Jamuna System, Surma-Meghna System) এর একখানা মান্টার প্রাান হাতে নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অপ্রাধিকার ভিত্তিতে ধরলা ও তিস্তা নদীর ড্রেজিং ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কাজ চলমান রয়েছে। উপরোল্লিখিত কাজসমূহ দীর্ঘ সময় প্রয়োজন বিধায় দুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর ড্রেজিং বিষয়ে আলাদা আলাদা ভিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদীতে দুইটি ভিপিপির আওতায় ৪৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভুক্ত করে ভিপিপি পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে গত ১২/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাইসভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ধরলা নদীতে ৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভুক্ত করে ভিপিপি পাসমতে প্রক্রয়াধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে গত ১২/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে যাচাইসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন্তা নদীতে ১২ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভুক্ত করে ভিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ায়ী ২০১৮ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা যাবে। ১৮৪.৪০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজলোয় তিন্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পে (১ম সংশোধিত) ৪ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভুক্ত করে প্রণীত ভিপিপি'র উপর গত ২০/১২/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তর আলোকে সংশোধিত ভিপিপি গত ২৫/০১/২০১৮ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। দুধকুমার নদীতে ১২ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভুক্ত করে ভিপিপি বোর্ডের যাচাই সভার আলোকে মাঠ পর্যায়ে প্রফ্রিয়াধীন রয়েছে।
8৮।	যমুনা এবং বাঞ্চালী নদীর ভাঞ্চানরোধে					বণুড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদী পুনঃখননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, পানি
	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া					নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানসহ সেচ সুবিধার উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে "করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
	হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ					 এছাড়া "গজারিয়া নদী পূনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ১২/০৯/২০১৭ তারিখে পাসমতে অনুষ্ঠিত যাচাই সভায় গজারিয়া নদী পূনঃখনন কাজটি "করতোয়া নদী উয়য়ন প্রকল্প" এর ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
						সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন কাজ চলমান আছে। ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ এর মধ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি)**

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন	সমাধানের জন্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং	প্রতিশুতি/নির্দেশনা	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	সমস্যা (যদি থাকে)	প্রদত্ত প্রস্তাব	
3	২ সন্দীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নিৰ্মাণ।	৩	8	¢	৬	৭ সন্দীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে।
8৯।	সন্ধাস-কোম্পানাগজ সভকবাব নিমাণা (চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় সরকারী					ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্রীপ, ৪) সন্দ্রীপ-
	হাজী আবুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত					উড়িরচর। ৪টি ক্রস্ড্যামের মধ্যে ৪২নং ক্রমিকের ১টি ক্রস্ড্যাম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন
	জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)					পরবর্তী পর্যায়ে এলাকার মরফোলজিক্যাল অবস্থার আমুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ক্রসভ্যামটি
(O)	তিতাস নদী খনন করা।					বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টাডি প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হবে। ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন (ক্রমিক নং ৩৪) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।
(0)	(০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার					ব্যাস্থ্যবাড়রা জেলার তিতাস নদা পুনর্বনন (ফ্রান্ফ নং তষ্ট) প্রফল্লাট বাডবারন চলনান রয়েছে। বিগত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে তিতাস নদী খননের জন্য ১১৯ কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে
	তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।					প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পের ডিপিপি ফেরত দেয়া হয়।
						সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে গঠিত কারিগরি কমিটি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। কমিটি প্রদন্ত কারিগরি রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনগঠিত ডিপিপি ফেবুয়ারী, ২০১৮ এর মধ্যে মাঠ দপ্তর হতে পাওয়া যাবে।
७५।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	-				
	(কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)					আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	3113 40 00/08/2022)					বিগত ১২/০১/২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে "কক্সবাজার শহর রক্ষা" প্রকল্পের উপর সমন্বিত
						প্রকল্প গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কক্সবাজার উন্নয়ন
						কর্তৃপক্ষ তথা পূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টতায় ভাঙ্গনের বিষয়ে পানি
						উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/বিভাগ প্রকল্পের সমন্বিত ডিপিপি প্রণয়ন করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করবে।
						কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সবাজার জেলার প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যান অনুমোদনের জন্য
						পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হলে তদানুয়ায়ী প্রকল্পটি গ্রহনের উদ্যোগ নেয়া হবে।
৫২	যমুনা এবং বাজালী নদীর ভাজানরোধে					যমুনা নদীর ভাজানুরোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য "বগুড়া জেলার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুন্ট
	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি					উপজেলায় যমুনা নদীর ডানতীরে ক্রসবার, স্পার ও প্রতিরক্ষামূলক কাজের পুনর্বাসনসহ যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
	সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে					সংরক্ষন শাধক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্প এর ডিপিপি তৈরীর জন্য কারিগরী কমিটি গঠন হয়েছে।
	বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া					
	श्रिक्					
ে ।	প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ যমুনা এবং বাজালী নদীর ভাজানরোধে					
েত।	यमूना व्यवस्य वाष्ट्राणा नमात्र छाष्ट्रानदादि । প्रात्ति	-				বাজালা নদার ভাজান রোবে বিশুড়া জেলার বাজালা নদার ডান ও বামতারে নদা তার সংরক্ষণ শাবক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
	সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে					কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন।
	বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।					 কারিগরি প্রতিবেদন প্রনয়ন পুর্বক আহ্বায়ক, কারিগরি কমিটি বরাবর দাখিল করা হ্যেছে।
	প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ					 কারিগরি প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে দুত ডিপিপি দাখিল করা হবে।
(81	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন (পুরাতন)।					BIWTA কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ায় প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তালিকা
	(ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ					হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।
	os/oo/২oss)					
	nitment/2018/PM Committment Progress January 2018 doc					

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ মে ২০১৪ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	ৰাস্তবায়ন অগ্ৰগতি বিষয়ক তথ্য
নং	~	সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত	
			(কোটি টাকায়)		প্রস্তাব	
\$	÷	•	8	Č	৬	٩
@@	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করতে অত্যন্ত আন্তরিক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার তৎপর রয়েছে। তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যৌথ নদী কমিশনকে চূড়ান্তক্ত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।			,		গত জানুয়ারি ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনো মৌসুমে তিন্তা নদীর পানি স্বল্লতার কারণে দু'দেশের জনদুর্ভোগের কথা অনুধাবন করে জরুরিভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে তিন্তা নদীর পানি বন্টন বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের দিক নির্দেশনার ফলপুতিতে, তিন্তা নদীর অন্তবর্তীকালীন পানিবন্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারতের সাথে আলোচনাপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে তিন্তা নদীর পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের ৩৮০ম বৈঠকে যোগদানের জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকেও বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকালে তিন্তা নদীর পানিবন্টন চুক্তি দুত স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ জানান। গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবিত্রিল তিন্তার অন্তর্বতীকালীন পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদনের জন্য অনুরের্বাধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীদ্র তিন্তার অর্ত্বর্তীকালীন পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারত সংশ্রিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে। গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্থ বৈঠকের পর বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার বক্তৃতায় গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বন্ধতন স্বরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সারণ করেন যাতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চলমান মেয়াদকালে তিন্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে মর্মের্টা করেছেন।
৫ ৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত গঞ্চা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভারতের সংগে গঞ্চা চুক্তির আলোকে গঞ্চা ব্যারেজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন এবং যৌথ নদী কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে উল্লেখ করেন যে, ভারতের ফারাক্সা ব্যারাজের ১০০ কি.মি. ভাটিতে বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে যা দু'দেশের উপকারে আসবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় ভূ-খন্ডে এ ব্যারেজের কোনো backwater effect পরিলক্ষিত হবে না। এ সময় তিনি ভারতীয় মন্ত্রীর নিকট গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের project brief ও detailed study report প্রদান করেন। ভারতীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুত্তম সময়ে তাদের মতামত প্রদান করেনে মর্মে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বন্থ করেন যে, ভারতের মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে কোনো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে দু'দেশ কর্তৃক যৌথভাবে তা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ভারতীয় পক্ষ গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report সহ পূর্নাঙ্গা সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies সরবরাহ করতে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানালে রিপোর্টগুলো গত জুন ২০১৫ মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের যাবতীয় সমীক্ষা রিপোর্ট ভারতীয় পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছে। ঢাকান্থ ভারতীয় হাই কমিশন গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত একটি নোট ভারবালের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report সহ পূর্নাঙ্গা সম্ভাব্যত

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং		সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	
۵	২	•	8	Č	৬	٩
						প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies এর উপর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া এ বিষয়ে একটি যৌথ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ কর হয়েছে। ভারত হতে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশের মতামত/বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
						গত ২৪-২৮ অক্টোবর, ২০১৬ সময়কালে ভারতের একটি কারিগরিদল বাংলাদেশ সফর করে। এ সফরকালে গত ২৫-২৬ অক্টোবর, ২০১৬ বাংলাদেশ ও ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প এলাকা ও গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে গত ২৭ অক্টোবর, ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বিষয়ে একটি যৌথ কারিগরি সাব গুপ গঠন করে দু'দেশের গঙ্গা নদীর অভিন্ন এলাকায় (পাংশা হতে মাথাভাঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত) বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ সহ নানাবিধ সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ তাদের নিজ-নিজ কারিগরি সাব-গ্রুপ গঠন করেছে। ভারতীয় পক্ষকে গত ৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে ঢাকায় কারিগরিদলের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে আমন্ত্রণ জানানো হলে ভারতীয় পক্ষ সুবিধাজনক সময়ে উক্ত সভায় যোগদান করবে মর্মে বাংলাদেশকে অবহিত করে।
						গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত গঞ্চা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশ সফর এবং গঞ্চা ব্যারেজ বিষয়ে গঠিত যৌথ কারিগরি সাব-গ্লুপ (Joint Technical Sub-Group) গঠন ও প্রকল্পের উজানে নদী তীরবর্তী সীমান্ত এলাকায় সমীক্ষার বিষয়টিতে স্বাগত জানায়। উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথ কারিগরি সাব-গ্রুপের স্ব-স্ব দেশের সদস্যদের দুত কাজ করে বিষয়টি এগিয়ে নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন।
						উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) মহোদয়কে আহবায়ক করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির গত ১৪/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নদী বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন ও বর্তমানে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারতের কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
						গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্থ বৈঠকের পর বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় দীর্ঘ মেয়াদে গঙ্গার পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) পরিচালনার জন্য ভারতের কারিগরি ও আর্থিক সহায়ত কামনা করেন।
						দীর্ঘ মেয়াদে গঙ্গার পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ভারতের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কামনা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ একটি নোট ভারবাল প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।
						গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা ও মূল ব্যারেজ সহ আনুষঙ্গিক অঙ্গাদির Detailed Design সম্পন্ন করতঃ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।
						ব্যারেজ নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে ৩১,৪১৪.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Preliminary Development Project Proposal (PDDP) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির	প্রকল্প ব্যয়/	বাস্তবায়ন সমস্যা	সমাধানের	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
নং		সময়কাল	সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	(যদি থাকে)	জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	
5	২	•	8	Č	ى	٩
						বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজের ভারতীয় অংশে প্রভাব নিরুপনের জন্য ৮ সদস্যের ভারতীয় কারিগরী দল ২৪-২৮ অক্টোবর/২০১৬ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। সাইট পরিদর্শন ও ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পদ্মা-গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প সম্পর্কিত উভয় দেশের Technical sub-group ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি ভারত সফর কালে (৭-১০ এপ্রিল, ২০১৭) গঙ্গা ব্যারেজের বিষয়ে ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের যৌথ বিবৃতি নিমুরুপ:
						"The two Prime Ministers appreciated the positive steps taken in respect of Bangladesh's proposal for jointly developing the Ganges Barrage on the river Padma in Bangladesh. They welcomed the visit of an Indian technical team to Bangladesh, establishment of a 'Joint Technical Sub Group on Ganges Barrage Project' and study of the riverine border in the upstream area of project. Both leaders directed the concerned officials of the 'Joint Technical Sub Group' to meet soon and hoped that the matter would be further taken forward through continued engagement of both sides." বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানিবন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোভ্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়ের মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর সভাপতিত্বে ০৯/০৭/২০১৭ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ঐতিহাসিক গঙ্গা পানি চুক্তি অনুযায়ী পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
৫৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা দেন। নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে নাব্যতা উন্নয়ন এবং বাঁধ ও স্তুইসগেট নির্মাণে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন'।					প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ADB এর অর্থায়নে ৮২৮.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বাস্তবায়নের জন্য "Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি: ৬৫.৬০%।
€b	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো নিয়মিত ড়েজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রক্ষপুত্র-যমুনা নদীর মত বড় নদীগুলো ড়েজিং এর মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধি করে প্রশস্ততা কমিয়ে এনে বিপুল পরিমাণে ভূমি পুনরুদ্ধার করে পরিকল্পিত জনপদ ও শিল্পপার্ক নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।					২০১৬-১৭অর্থ বছর পর্যন্ত যমুনা, ধলেশ্বরী, গড়াই, ব্রহ্মপুত্র, চন্দনা-বারাশিয়া, বেমালিয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী কুশিয়ারা, কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা, আঠারবাকি প্রভৃতি নদীর বিভিন্ন অংশে ড়েজারের মাধ্যমে ২৭৫ কিঃমিঃ এবং এক্সকাভেটরের মাধ্যমে ৬২১ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কালনী, কুশিয়ারা, ছোট ফেনী, বীকখালী, আত্রাই, কুমার, মধুমতি, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, সালতা, ধলেশ্বরী, গড়াই, বেমালিয়া, তুরাগ, ভৈরব সহ নদ-নদীর বিভিন্ন অংশে আরও ৭০.০০ কিঃমিঃ ড়েজিং এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৬.৫৬ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। "Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর ডান তীরে ড়েজিংকৃত পলি ব্যবহার করে চারটি ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১৬ বর্গ কিঃ মিঃ ভূমি পূনরুদ্ধার করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী নদী/খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে "Rehabilitation of Embankments & Re-excavation of River/Khals" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
\$	2	9	8	¢	ھ	٩
69	নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে নদ-নদীসমূহ নিয়মিত ড়েজিং করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড়েজার সংগ্রহ করে তিনি সরকারী অর্থে ড়েজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।					বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৫টি বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে, যার মধ্যে ৫টি (২৬"), ২টি (২০"), ৮টি (১৮") এবং ১টি (৬") অর্থাৎ ১৬ টি ড্রেজার বাপাউবোর বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত আছে। এছাড়া পাউবো'র নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূণর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮" এবং ১টি ১২") কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে।ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী অর্থে "বাংলাদেশের নদী ড্রেজাং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষ্ ভাকি যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি (২৬") ড্রেজারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টেস্ট ট্রায়ালের সময় একটি ড্রেজারের হাইড্রলিক কাটার মটর অকেজো হয়ে যায়। ড্রেজারসমূহের টেস্ট ট্রায়াল সম্পাদানের জন্য দোহারে পদ্মা নদীতে পাইপলাইন বসানো হচ্ছে, জানুয়ারী, ২০১৮ মাসে টেস্ট ট্রায়াল সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, তৃতীয়বার দরপত্র মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় ২টি (২০"), ১০টি (১০") ড্রেজার,৯টি টাগ, ১০টি বিভিন্ন ধরণের এক্সক্যাভেটর, ৫টি ডেকলোডিং বার্জ, ২টি ইন্সপেকশান বোট ও ৩টি ফর্ক লিফটার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে বাতিল করা হয়েছে এবংপুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১-১২-২০১৭তারিখে প্রকল্পির হা সংশোধিত ডিপিপির GO জারী হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
৬০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে ধলেশ্বরী-পুংলি-তুরাগ-বংশী নদী ডেজিং কালে দেখা যায়, নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৬টি ব্রিজ রয়েছে যেগুলোর উচ্চতা এবং ভিত্তি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যার ফলে ডেজার দ্বারা ডেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিত্র উপস্থাপনা দেখে ব্রিজ নির্মাণকালে আরো সতর্ক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে ব্রিজ নির্মাণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যখন কোন নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা করবে তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে যে ৬টি ব্রিজ রয়েছে সেগুলোর মাঝ বরাবর উচ্চতা বৃদ্ধি করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে কারিগরি দিক বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশনা দেন। তিনি বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি ও দূষণ রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রণীত ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি গত ২৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত ডিপিপিতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৩ টি সেতু পুণঃনির্মাণসহ ১৯ টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টের জন্য এলজিইডি-এর সাথে MoU স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত এবং নভেম্বর,২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রণতি ২৭.৫০%। ডিপিপি'র কার্যক্রমে ৮৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। সংস্থানের ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবকারা হয়েছে এবংপ্রস্তাবের অনুকূলে ৩ ধারা নোটিশজারি করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রস্তাবনার মধ্যে ৭৮.৯৬ হেক্টর প্রস্তাবনার যৌথ জরীপ সমাপ্ত হয়েছে। Sediment Basin নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর প্রেক্ষিতে উক্ত ভূমির জন্য ৬ ধারা নোটিশ জারী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৭ সালের বন্যায় ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ ভাজান কবলিত হওয়ায় গাইড বাধের জন্য প্রস্তাবিত স্থান নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, গাইড বাধ নির্মাণের জন্য নতুন করে অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করা হয়। উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে টাজাইল জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৪ ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে। এছাড়া নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেল কাজ সম্পাদনের জন্য RFP জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
۵	ž	•	8	¢	৬	٩
৬১	বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দের থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করা হলে তিনি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে পর্যাপ্ত অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ করে থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সেই আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে আগাম বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। থোক বরাদ্দ হতে অনুমোদিত ১৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪৫.০৭ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৬২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Need based জনবল অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন।					বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ টি ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জনবল সম্বলিত Need Based Set-up এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়াত ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের শর্ত মোতাবেক ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সূজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ টি ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের বেতন স্কেল বাপাউবোর প্রস্তাব অনুযায়ী নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সময়ে অর্থাৎ অনুমাদিত Need Based Set-up সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত প্রবিধানমালা জারীর পূর্ব পর্যন্ত পিনায়োগও পদোরতি কার্যক্রম চলমান রাখার অনুমতি প্রদানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬৩	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় (গ্রীন রোড) পানি ভবন নির্মানের প্রকল্প হাতে নেয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত এলাকায় অবস্থিত জলাধার পুকুর রক্ষা করে সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান হয় এরূপভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন।					গ্রীণ রোড এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় জলাধার ও পুকুর রক্ষাকরতঃ সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান করার জন্য ২১০.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জন্য "পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এবং নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬২.৬০%।

শ্বাক্ষরিত
০৬/০২/২০১৮
(আফছানা বিলকিস)
সিনিয়র সহকারী সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়